প্রাক্‌কথন

ছাত্রজীবনে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাস পড়ে আমি প্রথম অভিভূত হয়ে যাই। দুটি খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাসটিতে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দুই বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সময়টি ধরা পড়েছে। উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন, একদিকে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা হয়েছে এবং দেশভাগ প্রায় অবশ্যম্ভাবী অন্যদিকে তখনও বাংলার সিংহভাগ মানুষ অশিক্ষা অস্পৃশ্যতা আর আধিভৌতিক বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে রয়েছে। অনটন, অনাহার তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। গ্রামবাংলার মন্থর জীবনে তাদের একমাত্র ভরসা ঈশ্বর বা আল্লা। তাদের নিত্যদিনের সংগ্রাম চলমান থাকে ভূত-প্রেত, জিন-পরী, ঈশ্বর, মানুষ আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। তবুও দেখা যায়, এই মানুষগুলির সত্তায় বেঁচে থাকার কী দারুণ আকাঙ্ক্ষা। প্রতিটি মানুষ তার সত্তায় নিহিত মৌল ইচ্ছার তাড়নায় আজীবন সংগ্রামে রত থাকে। লক্ষ্য করি, দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রেক্ষাপটে চিত্রিত এযে মানুষেরই নিরন্তর সংগ্রাম ও অন্বেষণের কথা।

আমি লেখক সম্পর্কে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠি। তারপর লেখকের আরও কয়েকটি উপন্যাস — 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান', 'মানুষের ঘরবাড়ি', 'রাজা যায় বনবাসে', 'দেবীমহিমা', 'দুই ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পড়ে ফেলি। উপন্যাসগুলি পড়ে আমার তখন যা মনে হয়েছিল তার সারমর্ম এই — দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তুজীবন ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন প্রেক্ষাপটে লেখক আসলে মানুষের নিরন্তর জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের কথাই তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় করে নিয়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণ শুরু হয়েছে দেশভাগের সমকালে। কিন্তু এই জীবনপ্রবাহকে তিনি খণ্ডিত ভাবেন না। তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়ে মানুষের এই সংগ্রাম ও অন্বেষণ সুদূর ইতিহাসের কালে শুরু হয়েছে আর সেই সংগ্রাম অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। দেশকালের এই সমগ্রতার বোধে তিনি জীবনের প্রবহমানতার কথা বলেন। জীবনের প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়, কিন্তু মানুষের সত্তায় নিহিত মৌল ইচ্ছার তাড়নায় তার নিরন্তর সংগ্রাম ও অন্বেষণ চলমান থাকে। এভাবে অতীন

বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের বাংলা ও বাঙালিজীবনের যে রূপ ও রূপান্তরের পরিচয় পাই তা একইসঙ্গে হয়ে ওঠে সময়ের দর্পণ এবং দর্পণে প্রতিবিম্বিত মানুষের শাশ্বত জীবনকথা।

এই ব্যাপারগুলি আমায় এভাবে ভাবাতে শুরু করলে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আমি আমার পথপ্রদর্শক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রী উত্তম দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করি। শুধু উৎসাহ নয়, সেই সময়েই তিনি আমাকে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল রচনাসম্ভার সম্পর্কে অবহিত করেন। শুধু তাই নয়, ঐ সময়ে তাঁর সংগ্রহে থাকা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু উপন্যাস আমাকে পড়তে দেন। এই বিষয়ে গবেষণার জন্য তিনিই আমাকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. সুমিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরামর্শ দেন। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রসূন ঘোষ মহাশয়ের কাছে এই বিষয়ে গবেষণার সুপরামর্শ দেন। অবশেষে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে অধ্যাপক ড. প্রসূন ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গবেষণার জন্য আমার নাম নথিভূক্ত হয়।

গবেষণা প্রস্তাবনা প্রস্তুতির পূর্বে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উপন্যাসগুলি পাঠের সুযোগ পেয়েছিলাম তাতে আমার মনে হয়েছে, লেখক পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় ধরে রচিত সুদীর্ঘ উপন্যাসমালায় দেশভাগ-সমকালীন ও পরবর্তীকালীন প্রেক্ষাপটে মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম ও অন্বেষণের কথা নানাভাবে বলেছেন। যে কোনও পরিস্থিতিতেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা হার মানতে চায় না। দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তুসমস্যা এবং দেশভাগ-পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের ধারাবাহিকতার কথা বলতে বলতেই তিনি মানবজীবনের মৌল সমস্যাগুলির মুখোমুখি হন এবং জীবন সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির কথা বলেন। এভাবেই তিনি জীবনকে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন বলে আমার মনে হয়। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় স্থিরীকৃত হয় : 'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবানন্বেষণ।' গবেষণা অভিসন্দর্ভের এই নামাঙ্কণের ভিত্তিতেই ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি আলোচনা করে দেখা এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য। উদ্দেশ্য, এভাবেই ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি সার্বিক মূল্যায়ন সম্ভব হতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এযাবৎ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিভিন্নভাবে আমরা কিছু বিচ্ছিন্ন

আলোচনা পেয়েছি। এখনও পর্যন্ত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার পাঠকবর্গ মূলত 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র লেখক হিসেবেই জানেন। সমালোচকরা বড়জোর দেশভাগ ও উদ্বাস্তুজীবনের উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' অথবা 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসের কথা বলেন। বিশিষ্ট সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস'-এর আলোচনায়, 'উনিশ বিশের কড়চা' গ্রন্থে 'দেশভাগ : বাংলা কথাসাহিত্যের দর্পণে' শীর্ষক আলোচনায় দেশভাগ-বিষয়ক কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি উপন্যাসের নাম করেছেন। একালের বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'কালের প্রতিমা', 'বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থগুলিতে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ও অন্যান্য দু'একটি উপন্যাসের প্রসঙ্গ এনেছেন। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদিত 'পঞ্চাশের দশকের কথাকার' গ্রন্থে আশিস্ কুমার দে 'কথাসাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : ঝরোকা দর্শন' শীর্ষক নিবন্ধে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন। 'বিষয় : বাংলা উপন্যাস' নামক প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থে অজিতেশ ভট্টাচার্য 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ও 'অলৌকিক জলযান'-এর আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য 'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পবিশ্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে ('এবং মুশায়েরা', শারদীয়া, ২০০৯ বঙ্গাব্দ) অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত ঔপন্যাসিক। সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট এবং খানিকটা যেন একলা পথের পথিক। এযাবৎ তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে কোনও ধারাবাহিক পর্যালোচনা হয়নি। মনে হয়, তাঁর জীবনভাবনা, জীবনপরিক্রমা আর দীর্ঘ উপন্যাসমালা যেন পরস্পর সমান্তরাল। তাই, ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনভাবনা পর্যালোচনায় আমি কখনও ঐতিহাসিক সমালোচনা পদ্ধতি, কখনও আত্মজীবনীমূলক সমালোচনা পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি।

এই বিষয়ে গবেষণার জন্য অধ্যাপক ড. প্রসূন ঘোষ মহাশয় আমাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁর উৎসাহ, সহায়তা এবং তত্ত্বাবধান ব্যতিরেকে এই গবেষণা সমাপ্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। তাঁর কাছে আমি এজন্য কৃতজ্ঞ থাকব।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রী উত্তম দত্ত মহাশয় আমার এই গবেষণা বিষয়ের প্রথম উৎসাহদাতা। বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা এবং উৎসাহ দিয়ে নানা সময়ে তিনি আমাকে উজ্জীবিত করেছেন। এজন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। ড. সুমিতা চক্রবর্তী মহাশয়ার

সুপরামর্শে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। এজন্য তাঁকে আমি শ্রদ্ধা জানাই।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক/অধ্যাপিকাবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে আমাকে যেভাবে সহায়তা করেছেন ও উৎসাহ জুগিয়েছেন এজন্য তাঁদের কাছে আমি ঋণ স্বীকার করি।

কোচবিহারের 'এস. ডি. ইম্প্রেশন'-কে আমি ধন্যবাদ জানাই। এস. ডি. ইম্প্রেশন দ্রুততার সঙ্গে ডি. টি. পি. করায় আমি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি যথাসময়ে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছি।

সর্বশেষে একজনের কথা অবশ্যই বলতে হয়, তিনি আমার সহধর্মিনী বীণাপাণি রায়। তিনি নিত্যদিনের পারিবারিক দায়দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়ে, সর্বদা গবেষণার কাজে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন।

এছাড়াও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যান্য যাঁরা আমার গবেষণা কর্মে উৎসাহ ও সহায়তা দান করেছেন আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

অনেক মানুষের উৎসাহ, সহযোগিতায় আমি যথাসম্ভব নিখুঁত মনোনিবেশ সহকারে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। তবুও যদি আমার অজ্ঞানতাবশত কোন ত্রুটি থেকে যায় সে দায় আমার।

উপেন্দ্র নাথ বর্মন

উপেন্দ্র নাথ বর্মন

কোচবিহার

তাং - ৩০/০৬/২০১১